

এইচ এস সি বাংলা ব্যাকরণ

অধ্যায় ৫: উপসর্গ

প্রশ্ন : উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। [চ. ০৫, ১০, ১২; সি. ১৪]
উত্তর : বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না, এগুলো অন্য শব্দের পূর্বে বসে। এর প্রভাবে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি ও শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয় এবং শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন ও পরিবর্তন ঘটে। ভাষায় ব্যবহৃত এসব অব্যয়সূচক শব্দাংশকে ‘উপসর্গ’ বলে।

উপসর্গ তিন প্রকার। যথা :

১. ঋটি বাংলা উপসর্গ। ২. সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ এবং ৩. বিদেশি উপসর্গ।

১. ঋটি বাংলা উপসর্গ : নৃতাত্ত্বিক বিচারে আর্যবসতিপূর্ব জাতিগোষ্ঠীর ব্যবহৃত ভাষা থেকে এসে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে এমন উপসর্গকে ঋটি বাংলা বা দেশি উপসর্গ বলে।

ঋটি বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি : অ, অঘা, অজ্ঞ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (উন), কদ্, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

২. সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ : সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত এবং বর্তমানে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গকে ‘সংস্কৃত’ বা ‘তৎসম উপসর্গ’ বলে।

সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ বিশটি : প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দূর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অতি, উপ, আ।

৩. বিদেশি উপসর্গ : বিদেশি ভাষা থেকে এসে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গকে ‘বিদেশি উপসর্গ’ বলে।

যেমন :

ফারসি ভাষা থেকে আগত ফারসি উপসর্গ – কার, দর, না, নিম, ফি, বদ, বে, বর, ব, কম।

আরবি ভাষা থেকে আগত আরবি উপসর্গ – আম, খাস, লা, গর।

ইংরেজি ভাষা থেকে আগত ইংরেজি উপসর্গ – হেড, সাব, হাফ, ফুল।

উর্দু-হিন্দি ভাষা থেকে আগত উর্দু-হিন্দি উপসর্গ – হয়।

প্রশ্ন : “উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।”—আলোচনা করো। [চা. ০৩, ০৫, ০৮, ১০, ১২, ১৪, ১৫]

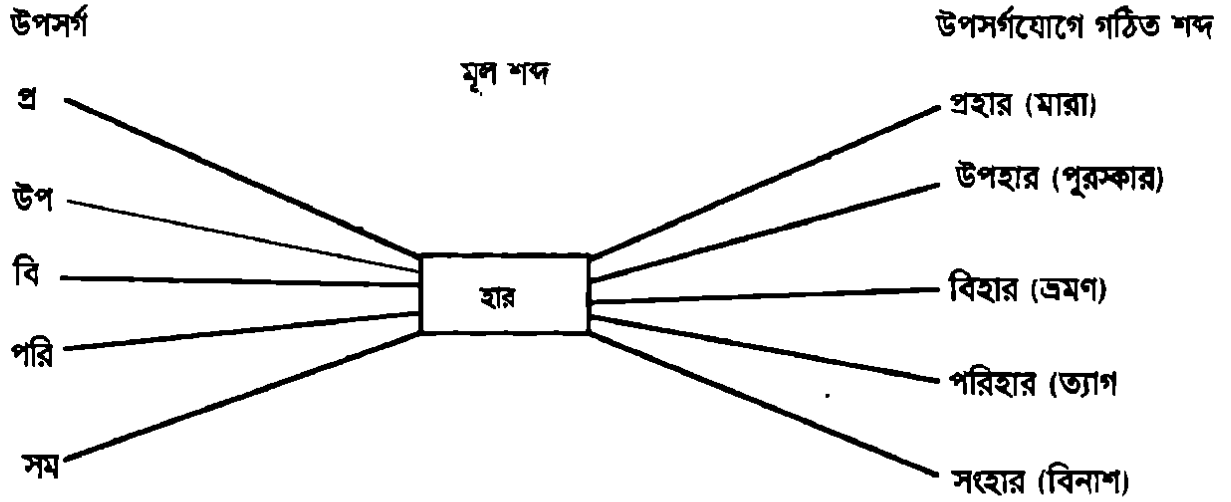
রা. ০১, ০২, ১১, সি. ০৩, ০৫, ০৬, ১১; চ. ০৩, ০৬, ব. ১৭, ০০, ০৩, ০৬, ০৯, ১২, ১৪, ব. ১৭, ০৪, ০৬, ১০, ১২, কু. ১৭, ০৬, ১০, ১৪, সি. ১৭, ১১, ১৪।

অথবা, “উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।”—উপসর্গের সংজ্ঞার্থ উল্লেখপূর্বক উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। [কু. ১৫, ০৮, রা. ০৭, সি. ০৭, চ. ০৭]

উত্তর : বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না, এগুলো অন্য শব্দের পূর্বে বসে। এর প্রভাবে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি ও শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয় এবং শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন ও পরিবর্তন ঘটে। ভাষায় ব্যবহৃত এসব অব্যয়সূচক শব্দাংশকে ‘উপসর্গ’ বলে।

যেমন : ‘কাজ’ একটি শব্দ। এর আগে ‘অ’ অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় ‘অকাজ’, যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন ঘটেছে। আবার ‘পূর্ণ’ শব্দের আগে ‘পরি’ উপসর্গ যোগ করায় পরিপূর্ণ হলো। এটি পূর্ণ শব্দের সম্প্রসারিত রূপ।

উপসর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো “উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।”
বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গগুলোর নিম্নে কোনো অর্থ নেই বা আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয় না।
কেবল ধাতু বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে এবং অর্থের বৈচিত্র্য তৈরি করে।



উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান যে, অর্থহীন উপসর্গগুলো একটি শব্দের পূর্বে বসে নতুন নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করেছে। সুতরাং উপসর্গের নিম্নে কোনো অর্থবাচকতা নেই, কেবল অন্য শব্দের পূর্বে বসে এদের অর্থদ্যোতকতা বা নতুন শব্দ সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে।

প্রশ্ন : খাঁটি বাংলা উপসর্গ সাধারণত কোন ধরনের শব্দের আগে যুক্ত হয়?

উত্তর : খাঁটি বাংলা শব্দের আগে।

প্রশ্ন : খাঁটি বাংলা উপসর্গ কয়টি?

উত্তর : একুশটি।

প্রশ্ন : তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ সাধারণত কোন ধরনের শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়?

উত্তর : তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের পূর্বে বসে।

প্রশ্ন : তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ কয়টি?

উত্তর : বিশটি।

প্রশ্ন : কোন চারটি উপসর্গ খাঁটি বাংলা এবং তৎসম উভয় ক্ষেত্রে দেখা যায়?

উত্তর : আ, সু, বি, নি।

প্রশ্ন : উপসর্গ শব্দের কোথায় বসে?

উত্তর : শব্দের পূর্বে বসে।